# প্রসঙ্গ ঃ বাংলাদেশে বন্যার রাজনীতি ও অর্থনীতি

সেলিম জাহান*

**সার–সংক্ষেপ ঃ** *বাংলাদেশে বন্যা সম্পর্কিত আলোচনায় দু'টো দৃষ্টিভঙ্গী মূলত প্রাধান্য পায় – সম্পূর্ণভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সীমিত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বন্যার সঙ্গে সহাবস্থান। এ দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটিই তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক থেকে যৌক্তিক। এর সঙ্গে সঙ্গে বন্যা প্রশ্নটিকেই শুধু পানি সম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত না করে ভূমি–ব্যবহার ও কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখতে হবে; বন্যার কারিগরী দিকের সঙ্গে সঙ্গে এর অর্থনীতি ও রাজনীতি প্রশ্নটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন্যার অর্থনীতি বিষয়টি তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন – অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ড ও বন্যা, অর্থনীতির ওপর বন্যার প্রভাব ও বন্যা সমস্যা সমাধানের অর্থনৈতিক দিক। বাংলাদেশে ভৌত অবকাঠামোর অপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে বন্যা সমস্যা ঘনীভূত হয়েছে। বন্যার কারণে একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির ব্যাপারে দেখা দিচ্ছে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা। বন্যা সমস্যার সমাধানের জন্য সম্পদ সংস্থান ও বিনিয়োগ ব্যাপারটি একটি সুফল–ব্যয়কাঠামোর নিরিখে বিবেচিত হওয়া দরকার। অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে বন্যার একটি রাজনীতি রয়েছে – যেখানে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ। বন্যা সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সেই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বন্যাকে মূলধন করে একটি শ্রেণী যাতে সুবিধা আদায় না করতে পারে, সে ব্যাপারেও সতর্ক হতে হবে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী বন্যা সমাধানে যে প্রতিবেদন তৈরি করেছে তা' যেমন প্রায়োগিক দিক থেকে দুর্বল, তেমনি এতে জাতীয় আশা–আকাংক্ষার প্রতিফলন নেই। বন্যার মত একটি জাতীয় সমস্যার সমাধান জাতীয় স্বার্থের নিরিখে একটি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গহণ করে জাতীয় উদ্যোগে করতে হবে।*

## ১. ভূমিকা

বাংলাদেশের বন্যা নিয়ে যখনই আলোচনা হয়, তখনই এ দেশী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তিনটি বিষয়ে মতৈক্য দেখা যায় ঃ[১]

ক· বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে বন্যা কোন ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার নয়; বরং বলা যায় যে চিরায়তভাবে প্রায় প্রতিবছরই বাংলাদেশে বন্যা হয়েছে। এক্ষেত্রে যেটি বদলেছে তা বন্যার আপাতন নয়, বরং তা বন্যার তীব্রতা ও তার স্থায়িত্ব–সময়।

* সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খ· বন্যা প্রশ্নে একটি বিতর্কের অবস্থিতি সর্বজনস্বীকৃত, যে বিতর্কের মূল কথা বন্যা–সমাধানে আমরা কি পূর্ণ বা গুরুত্বভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণের দিকে যাব না কি আমরা বন্যার সঙ্গে সহাবস্থানের দিকে যাব।

গ· বন্যা আলোচনায় এর কারিগরী দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু এর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত দিকগুলো গুরুত্ব পায়নি। বন্যা প্রশ্নে তাই একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুপস্থিতি লক্ষণীয়।

মতের এসব সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও দু'টো ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থানের অভাব আমরা লক্ষ্য করছি। কিন্তু সে দুটো ব্যাপারে কোন চিন্তার অস্বচ্ছতা সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তুলবে। সে বিষয় দুটোর প্রথমটি হচ্ছে বন্যা–সমাধান প্রশ্ন, যে বির্তকের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। যে ব্যাপারটি নিত্যকার স্বাভাবিক ঘটনা, তাকে নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং তার সঙ্গে সহাবস্থানই কারিগরী ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কাম্য। একটি সহজ উদাহরণ নেয়া যাক। জাপানে ভূমিকম্প ব্যতিক্রম কিছু নয়, বরং সেটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা। সুতরাং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে – ঘরবাড়ী বানানো, রাস্তা–ঘাট নির্মাণ ইত্যাদি – জাপানীরা সেই প্রযুক্তি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা ভূমিকম্পের সঙ্গে সহাবস্থানভিত্তিক। বন্যার সঙ্গে সহাবস্থানের ব্যাপারে দু'টো কথা বলে নেয়া দরকার ঃ

ক· এটা অনেকেই বলছেন যে পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বন্যার সঙ্গে সহাবস্থান প্রশ্নে আমাদের কোন চরম অবস্থান নেয়া ঠিক নয়।[২] কিন্তু এই বলাটাই যথেষ্ট নয়। এ দুটো চরম প্রান্তসীমার মধ্যে সহাবস্থান–নিবিড় কোন অবস্থানটি আমরা নেব, তা কারিগরী, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নির্ণায়কের নিরিখে বিচার করে আমাদের বলতে হবে। এ ব্যাপারে কোন অস্বচ্ছতার স্থান নেই।

খ· বন্যার সঙ্গে সহাবস্থান মানেই যে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ–বিচ্ছিন্ন একটি ব্যবস্থা তা কিন্তু নয়। সহাবস্থানেও বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকবে, তবে সে নিয়ন্ত্রণ হবে সীমিত নিয়ন্ত্রণ।[৩] অতএব যারা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ওপর জোর দেন, তারা যেন মনে না করেন যে সহাবস্থানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে বন্যা প্রশ্নটিকে পানিসম্পদ উন্নয়নের সঙ্গেই সবাই সম্পৃক্ত করে দেখছেন,[৪] কিন্তু এটাকে যে ভূমি–ব্যবহারের সঙ্গেও সম্পৃক্ত করে দেখতে হবে, তা আমরা অনেকেই ভুলে যাচ্ছি। কৃষি–ভূমি অপ্রতুল দেশে বাঁধ নির্মাণ করে

আমরা যে বিরাট পরিমাণ কৃষি-ভূমি নষ্ট করছি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে তা কতখানি যৌক্তিক তা ভেবে দেখতে হবে। সুতরাং বন্যাকে শুধু পানি সম্পদ উন্নয়ন নয় বরং ভূমি-ব্যবহারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বিচার করতে হবে।

উপরিউক্ত ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে বন্যার অর্থনীতি ও রাজনীতির ওপরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত ও আলোচিত হবে। প্রবন্ধের তৃতীয় অংশে বর্তমানে বহুল আলোচিত বাংলাদেশে বন্যা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক/জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের ওপর একটি বিশ্লেষণ উথাপিত হবে। কিছু উপসংহারমূলক মন্তব্যের মাধ্যমে প্রবন্ধটির যতি টানা হবে।

## ২. বন্যার অর্থনীতি

বন্যার অর্থনীতি বিষয়টি তিনটি প্রেক্ষিত থেকে আলোচিত হতে পারে ঃ

ক· অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ড বন্যার কারণ

খ· অর্থনীতির ওপর বন্যার প্রভাব

গ· বন্যা সমস্যা সমাধানের অর্থনৈতিক দিক

ইদানীংকালে বন্যা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন প্রায়শই আমরা করে থাকি। প্রশ্নটি হচ্ছে যে, এদেশে বন্যা চিরায়তকাল থেকেই হয়ে আসছে, কিন্তু তীব্রতা ও স্থায়িত্ব-কালের দিক থেকে সাম্প্রতিক সময়ের বন্যার সঙ্গে পূর্বেকার বন্যার কোন তুলনাই হয় না। আগে বন্যার পানি হুড়মুড় করে এসেছে, ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বিস্তীর্ন জনপদ; কিন্তু কখনোই সে পানির স্থিতি বা স্থায়িত্বকাল ৪৮ ঘন্টার বেশী হয়নি। কিন্তু আজকাল রংপুর বা দিনাজপুর শহরেও বন্যার পানি আবদ্ধ হয়ে থাকছে ২৬ দিনের মত, গ্রামে-গঞ্জেও অবস্থাটা তথৈবচ। একটি বড় জিজ্ঞাসা হচ্ছে – কেন এমন হল। এর একটি মৌলিক উত্তর লুকিয়ে আছে গ্রামীণ এলাকায় একটি উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঙ্গে। বেশ কিছুদিন ধরে সরকার ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচী, যেমনঃ কাজের বিনিময়ে খাদ্য, গ্রামীণ রক্ষণাবেক্ষণ, গণপূর্ত ইত্যাদির কল্যাণে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর রাস্তাঘাটা ও বাঁধ গড়ে উঠেছে। কিন্তু এ ভৌত অবকাঠামোর প্রসার হয়েছে, প্রথমত, অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে এবং, দ্বিতীয়ত, জল-চলাচলের দিকে লক্ষ্য না রেখে। এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে 'ক' ও 'খ' বিন্দু তিনটি রাস্তা দ্বারা সংযোজিত হয়েছে – একটি স্থানীয় প্রকৌশল ব্যুরোর রাস্তা, একটি 'কেয়ার' এর রাস্তা এবং অন্যটি হয়তো মার্কিন

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার রাস্তা। এই অপরিকল্পিত রাস্তা-প্রসারের তিনটি প্রভাব লক্ষনীয় - প্রথমত, 'ক' ও 'খ' বিন্দুতে রাস্তার আধিক্য অথচ 'গ' বিন্দু কোন রাস্তার দ্বারা সংযোজিত নয়; দ্বিতীয়ত, একাধিক রাস্তা নির্মাণের জন্য অপ্রতুল কৃষি-জমির এক বিরাট অংশ নষ্ট হচ্ছে এবং, তৃতীয়ত, প্রয়োজনীয় জল-নিষ্কাশনের অনুপস্থিতি যার ফলশ্রুতিতে বন্যার সময়ে একটি রাস্তার একদিকে হয়তো ১০ ফুট পানি দিনের পর দিন আবদ্ধ হয়ে আছে, অন্যদিক হয়তো খট্‌খটে শুকনো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বন্যার সময় গ্রামবাসীরা রাস্তা কেটে দিয়েছে, মারামারি-খুনোখুনি হয়েছে এবং আইনশৃংখলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে ভৌত অবকাঠামো খাতে তথাকথিত অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলশ্রুতি ইদানীং কালের বন্যার তীব্রতা ও স্থায়িত্ব।

অর্থনীতির ওপর বন্যার প্রভাব আলোচনা করার ক্ষেত্রে দু'টো ভূমিকামূলক কথা বলা প্রয়োজন - এক, বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ সম্পর্কে যথাযথ ও বিশ্বাসযোগ্য উপাত্তের অনুপস্থিতি, যার ফলে বন্যার সঠিক অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে ধারণা করা যায় না।[৫] দুই, বন্যার অর্থনৈতিক প্রভাব বিচার করতে গিয়ে আমরা তার আপাত দৃশ্যমান ক্ষয়ক্ষতি, যেমন- ফসলের ক্ষয়ক্ষতি, শিল্পখাতের ক্ষয়ক্ষতি, বাসগৃহ ও রাস্তা-ঘাটের ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদিরই শুধু হিসেব করি। কিন্তু এসব দৃশ্যমান বা প্রত্যক্ষ ক্ষয়ক্ষতি ভিন্নও বন্যার কিছু অপ্রত্যক্ষ বা অদৃশ্যমান প্রভাব রয়েছে যা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও অন্যান্য সূচকের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে। এসব প্রভাবগুলো চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজনঃ

১. পৌনপুনিক, তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যার ফলে বিনিয়োগে একটি অনিশ্চয়তা প্রবেশ করেছে, যার ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগকারীরা কৃষিখাতে অথবা শিল্পখাতে বন্যাসম্পৃক্ত ঝুঁকি নিতে চায় না। এর ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে বর্তমানে বিনিয়োগ-সিদ্ধান্তে বন্যার ঝুঁকি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিনিয়োগের এই নতুন মাত্রিকতা ভবিষ্যত প্রবৃদ্ধিতে নিশ্চিত প্রভাব ফেলবে এবং আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বাস্তাবানুগ করতে হলে এই নতুন মাত্রিকতাকে পরিকল্পনা-প্রণয়নে যথোপযুক্তভাবে বিবেচনা করতে হবে।

২. বন্যার পুনঃ পুনঃ আপাতনের কারণে জনগণের আন্তঃকাল ভোগ ও সঞ্চয়ের বর্তমান কাঠামো বদলে যাচ্ছে। কারণ বন্যা-বীমা হিসেবে লোকে ভোগ কমিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করছে - বিশেষ করে যে বছর বন্যা হচ্ছে না। অন্যদিকে ক্রমান্বয়ে দু'তিন বছর একটানা বন্যা না হলে লোকের কাছে বন্যা-বীমার প্রয়োজনীয়তা কমে যাবে এবং

ফলশ্রুতিতে বর্তমান ভোগ কমে যাবে। সুতরাং বন্যার অনিশ্চয়তার কারণে আন্তঃকাল ভোগ ও সঞ্চয় অপেক্ষক আর স্থিতিশীল থাকবে না। পরিকল্পনায় এই মাত্রিকতাটিও বিবেচ্য।

৩. বন্যার তীব্রতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধির কারণে বন্যা–পরবর্তী সময়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী দুর্যোগ–বিক্রয়ের মাধ্যমে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। বিভিন্ন সম্পদ, যেমনঃ গবাদি পশু, হাঁস–মুরগী এবং বিশেষ করে কৃষি জমি ধনী জনগোষ্ঠীর কাছে বিক্রয়ের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণ বেঁচে থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে সম্পদের একটি পুনর্বন্টন ঘটে যার বিনিয়োগ, ভোগ, সঞ্চয় ও প্রবৃদ্ধি–প্রভাব রয়েছে।

বন্যা সমস্যা সমাধানে আমরা সহাবস্থান–দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সহাবস্থান–কাঠামোর মধ্যেও কোন বিকল্পটি গ্রহণীয় ও সামাজিকভাবে কাম্য তা শুধু বিচ্ছিন্ন কারিগরী মানদন্ডে বিচার করলে চলবে না, তাকে অর্থনৈতিক নির্ণায়কের দ্বারাও বিচার করতে হবে। প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে গ্রহণযোগ্য বিকল্পটির সম্ভাব্য বিনিয়োগ কত? তারপর সেই বিনিয়োগকে প্রকল্প মূল্যায়নের একটি অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বিচার করতে হবে। সে মূল্যায়নে সামাজিক সুফল–কুফলও বিবেচনা করতে হবে। এ মূল্যায়ন ফলাফল তুলনার পরে যদি বন্যা সমাধানে বিনিয়োগ যৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়, শুধুমাত্র তখনই এ বিনিয়োগ নেয়া যেতে পারে এবং সে অবস্থাটিই হবে সামাজিকভাবে কাম্য। পুরো বিষয়টিকে আবেগ দিয়ে বিচার করলে চলবে না, তাকে মূল্যায়ন করতে হবে বস্তুনিষ্ঠভাবে। বিনিয়োগ প্রশ্নটির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটি হচ্ছে বিনিয়োগের অর্থ কোথা থেকে আসবে। নিশ্চিতভাবেই এ বিনিয়োগ–অর্থের পরিমাণ বেশ বড় হবে। যদি এ অর্থ দেশের অভ্যন্তর থেকে আসতে হয়, তা'হলে অর্থনীতির অন্য খাতগুলিকে বঞ্চিত করে এই খাতে অর্থের যোগান দিতে হবে। অন্যদিকে যদি এ অর্থ–সংস্থান বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণের মাধ্যমে করতে হয়, তা'হলেও এর পরিশোধের ভার পড়বে এ দেশের আগামী প্রজন্মের ওপর। উভয় ক্ষেত্রেই একটি সামাজিক আলোচনা ও অনুমোদনের প্রশ্ন জড়িত যা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

## ৩. বন্যার রাজনীতি

বাংলাদেশে যেমন রাজনীতির একটি বন্যা সবসময়েই প্রবহমান, তেমনি এদেশে বন্যার একটি রাজনীতিও বিদ্যমান। তবে বন্যা–রাজনীতি সম্পর্কে দু'টো প্রাথমিক কথা প্রয়োজন – এক, এ রাজনীতির একটি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতও রয়েছে এবং দুই, এ রাজনীতির মূল অর্থনৈতিক বিবেচনাবলী। বন্যা–রাজনীতির আন্তর্জাতিক দিক সম্পর্কে

আমরা সবাই সচেতন। বাংলাদেশে বন্যা সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান কখনোই সম্ভব নয় যদিনা বিষয়টিকে আঞ্চলিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। এ আঞ্চলিক সমাধান নিশ্চিত করতে হলে উজানে যে দেশগুলো রয়েছে, তাদের যে কোন বন্যা সমাধান প্রচেষ্টায় সম্পৃক্ত করতে হবে। সত্যি কথা বলতে গেলে, এসব দেশের ইতিবাচক ও সহযোগিতামূলক আচরণ ছাড়া বন্যা সমাধানের কোন প্রচেষ্টা আমাদের দেশে সফল হতে পারে না।

বন্যা-রাজনীতির অর্থনৈতিক বিবেচনাবলী বলতে গেলে প্রথমেই যে কথাটি বলা প্রয়োজন তা হচ্ছে – বন্যা দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের জন্য দুঃখ ও কষ্ট বয়ে আনে সত্য, কিন্তু সে সঙ্গে এ কথাটিও না মেনে উপায় নেই, যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত বন্যারও একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী আছে। বন্যা মনেই ত্রাণ-সামগ্রী, বন্যা মানেই বৈদেশিক সাহায্য, বন্যা মানেই সমীক্ষা ইত্যাদি। এই সমস্ত কর্মকান্ড থেকে একটি শ্রেণী সব সময়েই সুবিধা নিতে চায় এবং কার্যত তা তারা পেয়েও থাকে।

অনেকেই মত প্রকাশ করে থাকেন যে, বন্যার কোন সমাধানটি গ্রহণীয় সেটাও বন্যার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের মতে, বন্যার এমন সমাধান যদি নেয়া হয়, যেখানে বন্যার সঙ্গে স্থায়ীভাবে সহাবস্থান জনগণ শিখে যায় কিংবা যেখানে বন্যা-সমাধান জনগণের অংশগ্রহণের দ্বারা নিশ্চিত হয়, সে জাতীয় সমাধান বন্যার সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থে আসবে না এবং তারা এ জাতীয় সমাধানে আগ্রহী হবে না। তারা বন্যার সেই জাতীয় সমাধানেই উৎসাহিত হবে যেটার কোন স্থায়ী ভিত্তি নেই, যে সমাধান কয়েক বছর পরে পরেই ভেস্তে যায়; তা'হলে ত্রাণ, বৈদেশিক সাহায্য ও সমীক্ষার পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং তা থেকে উপকৃত হবে সুবিধাভোগী শ্রেণীটি।

এক্ষেত্রে সরকারের করণীয় হচ্ছে এই শ্রেণীটি সম্পর্কে সচেতন থেকে জাতীয় স্বার্থকে সবার ওপরে স্থান দিয়ে সেই সমাধানটি বেছে নেয়া যা কারিগরী, আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য, যে সমাধানটি দীর্ঘস্থায়ী এবং যাতে জনগণের অংশ গ্রহণের ব্যাপারটি প্রয়োজনীয় সুযোগ পায় এবং সর্বোপরি যে সমাধানে আঞ্চলিক দেশগুলোর সম্পৃক্তকরণও নিশ্চিত করা যায়।

## ৪. বন্যার সমাধান — বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রতিবেদন

বিশেষজ্ঞদের এক বিরাট অংশ বলেছেন যে বাংলাদেশের বন্যা-সমাধানে বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী ইদানীং সময়ে যে প্রতিবেদন তৈরী করেছেন সে ব্যাপারে তাদের একাধিক বক্তব্য রয়েছে। তাঁদের বক্তব্যগুলোর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ [৬]

ক. উক্ত প্রতিবেদনটি মূলত দাতা সংস্থাগুলো কর্তৃক প্রণীত হয়েছে এবং সেখানে বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞদের সঠিক ও যথাযথ প্রতিনিধিত্ব ছিল না।

খ. উক্ত প্রতিবেদনটি মতামত ও আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় বিশেষজ্ঞ বা জনগণের মধ্যে বিতরণ হয়নি।

গ. উক্ত প্রতিবেদনে যে ধরনের সম্ভাব্য সমাধানের কথা বলা হয়েছে, তাতে সব রকমের বিকল্প সমাধানগুলো বিবেচিত হয়েছে কিনা তা সুস্পষ্ট নয়। প্রস্তাবিত সমাধানটি কি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্যে বাঁধ-নির্ভর না কি তা সহাবস্থানমুখী?

ঘ. প্রস্তাবিত সমাধানটিকেই চূড়ান্ত বলে ভাবার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে কিনা। বন্যা-সমাধানের প্রাক-ব্যবস্থা হিসেবে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রতিবেদনে ২৬টি .ক্ষেত্রে কারিগরী সাহায্যের আওতায় সমীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব রয়েছে, যে সমীক্ষাগুলো আগামী দু'বছরে শেষ হবে। সুতরাং এখনই কোন সমাধানকে চূড়ান্ত বলে না ভেবে সমীক্ষাগুলোর ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

ঙ. যে সমাধানটি নেয়া হোক না কেন, কারিগরী, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত দিক থেকে তার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হতে হবে।

চ. জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী কর্তৃক প্রস্তাবিত ২৬টি সমীক্ষার মধ্যে ২টি মাত্র সহাবস্থানমুখী এবং বাকী সব নিয়ন্ত্রণমুখী বলে শোনা যাচ্ছে।

ছ. এসব সমীক্ষার ব্যাপারে যে বিশেষজ্ঞ পর্ষদ গঠিত হবে, তার মূল দলের সদস্যদের মধ্যে কোন বাংলাদেশী নেই। বলা হয়েছে যখন যেভাবে প্রয়োজন, তখন সেভাবে স্বল্পমেয়াদ ভিত্তিতে বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হবে। মূল দলে যদি বাংলাদেশীরা না থাকে, তা'হলে একদিকে যেমন আমাদের কৃতিমান বিশেষজ্ঞদের ধ্যান-ধারণা থেকে উপরিউক্ত সমীক্ষাসমূহ বঞ্চিত হবে, তেমনি ঐ সব সমীক্ষা বা জ্ঞান ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের কোন সুযোগ থাকবে না।

জ. পারিশ্রমিকের দিক থেকেও বিদেশী ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সুপ্রচুর তফাত বিদ্যমান বলে শোনা যাচ্ছে। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের হার প্রতি মনুষ্য-মাসে ২০,০০০ ডলার ও বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রে মাত্র ১৫০০ ডলার।

ঝ. বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ভূমি-ব্যবহারের বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞ নেই। তেমনিভাবে পরিবেশ বিষয়ে বলা হয়েছে যে যখন প্রয়োজন হবে তখন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হবে। এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর এ ধরনের নৈমিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী অভিপ্রেত নয়।

ঞ. এ সমস্ত সমীক্ষার কাজ সম্পাদনের জন্য যে ধরনের সাংগঠনিক কাঠামোর প্রস্তাব করা হয়েছে, তা অনাবশ্যকভাবে জটিল ও বিস্তৃত। এ কাঠামোকে আরও সংক্ষিপ্ত করে নেয়ার সুযোগ রয়েছে, যাতে পুরো কর্ম সম্পাদন প্রক্রিয়া অনেক দক্ষ হতে পারে।

## ৫. উপসংহার

বন্যা বাংলাদেশের একটি জাতীয় সমস্যা। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের নিরিখে একটি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে জাতীয় উদ্যোগে এর সমাধান করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এ ব্যাপারে আমরা বর্তমানে কি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করি তার ওপর আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যত অনেকাংশে নির্ভর করবে। আমাদের এ দায়িত্ব পালনে আমরা যেন ব্যর্থ না হই।

## তথ্য নির্দেশ

১. B.M. Abbas A. T., *Water Resources Devlopment in Bangladesh : Problems and Perspectives*, (Dhaka, August 1988), পৃঃ ১৭; Mohiuddin Ahmed, *Flood in Bangladesh*, Community Development Library, (Dhaka, April 1989.), পৃঃ ৬

২. Abbas, *পূর্বোক্ত*,, পৃঃ ২৩

৩. M. Hossain, *Floods in Bangladesh Recent Disaster and People's Survival*, Dhaka University Research Centre, (Dhaka, August 1987.), পৃঃ ৫৫

৪. ঐ, ৫৯; Abbas, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২৭; Ahmed, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৮

৫. এম· এম· আকাশ, 'বাংলাদেশে বন্যাঃ পরিপ্রেক্ষিত, কারণ ও করণীয়', *প্রবন্ধাবলী*—২ ( উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ( ঢাকা, জুলাই ১৯৮৯ ) পৃঃ ৩

৬. UNDP, *Flood Action Programme*, ( Dhaka, July 1989. ), পৃঃ২২–২৬